মৃতক শ্রাদ্ধ খণ্ডন

লেখক ঃ ডঃ শ্রীরাম আর্য

অনুবাদক ঃ ডঃ উদয় বিদ্যালঙ্কার

ওতম্

"মৃতক শ্রাদ্ধ খণ্ডন"

লেখক ঃ ডাঃ শ্রী রাম আর্য

অনুবাদক ঃ ডঃ উদয় বিদ্যালংকার

বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা

মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন

৪২, শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রী দীনদয়াল গুপ্তা
মহামন্ত্রী- বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা

প্রাপ্তিস্থান :
বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা
৪২, শংকর ঘোষ লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০০৬
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১০

মূল্য : ১০ টাকা

মুদ্রক:
দাস প্রেস
৮৯, বি. টি. রোড
কলকাতা-৭০০ ০০২

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান : সুজিত ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

॥ ভূমিকা ॥

আজ আমরা সবাই নিজ-নিজ কর্ম, দায়িত্ব, অধিকার সবকিছু ভুলে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছি। মানুষের জীবনের চলার গতি এমনি করেই শেষ হয় না। তাই এই গতিকে গতিমান্ রাখার জন্য নানারকম পন্থা অবলম্বন করে থাকি। এই পথ সঠীক হতে পারে অথবা নাও হতে পারে, তখন আমাদের সামনে যে পথটি রয়েছে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। এর মধ্যে কেউ-কেউ সেই মার্গের সামান্য পরীক্ষা করেই নির্ণয় শুনিয়ে দেয়। এরকম হওয়া কী উচিৎ? একটু বিবেচনা করে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা কতটুকু সত্য।

আজ আমরা সংস্কারের নামে নানারকম নিষিদ্ধ কর্ম করতে পিছপা হই না। তবে এর পরিণাম আমাদের সম্মুখে, তাই বেদোক্ত নিষিদ্ধ কর্মকে না করে যা করণীয় কর্ম তা করাই উচিৎ। 'শ্রাদ্ধ' অর্থাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি-আস্থার সহিত সৎকার করা। এখানে প্রশ্ন উপস্থিত হতে পারে যে, শ্রাদ্ধ কার—মৃতের না জীবিতের, তবে নিশ্চয় উত্তর আসতে পারে—জীবিতের। তবে বর্তমান পৌরাণিকদের বিধান মতে মৃতক শ্রাদ্ধ কী করে সম্ভব?

এই মৃতক শ্রাদ্ধ বিষয়ে আচার্য ডাঃ শ্রীরাম আর্য এক শোধাত্মক নিবন্ধ লিখেছেন যা পুস্তকাকারে হিন্দী মাধ্যমে উপলব্ধ আছে। এই বাংলায় অনেক নরনারী আছেন যারা শ্রাদ্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে জানেন না। বা মৃতক শ্রাদ্ধ করা উচিৎ কিনা তাও জানেন না। তাঁদের অবগতির জন্যে হিন্দী শোধাত্মক নিবন্ধকে বাংলায় রূপান্তরিত করার নির্ণয় নেওয়া হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ করার পর ছাপানোর কাজে সহযোগিতা ভালোভাবেই করেছেন শ্রী সমীরণ আর্য ও আচার্য যোগেশ শাস্ত্রী ও টংকন কাজে শ্রী ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি। এছাড়া অর্থের দিক দিয়ে সাহায্য সহায়তা করেছেন বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভার মহামন্ত্রী শ্রী দীনদয়াল গুপ্ত।

শ্রাদ্ধ বিষয়ের উপর অনেক বই পাঠকগণ পড়েছেন। কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণপুষ্ট, শোধাত্মক প্রবন্ধ না হয়, ততক্ষণ কল্পনাধারিত কথা, কল্পনার কালো আঁধারে হারিয়ে যায়। কারো বিরোধ করার আগে তার সামনে ভালো বস্তুটি প্রস্তুত করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আজ আমাদের পৌরাণিক বন্ধুদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ যে, তারা যদি ভুল সিদ্ধান্তের প্রচার না করতো তাহলে পরিশ্রুত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত কেমন করে প্রবলতম প্রমাণিত হতো।

পৌরাণিক বন্ধুদের প্রচারিত মৃতক শ্রাদ্ধের উপর শেষে কিছু প্রশ্ন উৎস্থাপন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত বিবেচনীয়। এই মৃতক শ্রাদ্ধের পরিণামেই আমাদের সমাজের অনেকেই নিঃসহ দুর্বিসহ জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে সমাজের ব্রাহ্মণবর্গ কোনো রকম স্বাধ্যায় করতে, শোধ বা তথ্যানুসন্ধান করতে অনিচ্ছুক। তাই তাদের আজীবিকা চালাতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। তাই তারা চালাকি করে নানাবিধ ভুল পথের প্রণয়ন করেছেন। এই সব পথ অত্যন্ত নিন্দনীয়, কষ্টকর ও অসহ্য। এই রকম বিরক্তিকর পরিবেশ থেকে লোকেদের মুক্ত করার জন্য আর্য সমাজ সামাজিক স্তরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কর্ম হওয়া উচিৎ যুক্তিপূর্ণ, তবেই সেই কর্মের প্রতি আস্থা প্রবল হবে। পশ্চাতে ভক্তি ও পরে শ্রদ্ধা থেকেই শ্রাদ্ধের উন্নতি সম্ভব হবে। বিনা শ্রাদ্ধে বিদ্যাগ্রহণ, সম্ভব নয় ও শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। বিদ্যা যা মানুষকে উন্নত থেকে উন্নততর ও উন্নততর থেকে উন্নততম করে তোলে।

আমাদের সমাজের মধ্যে নানারকম ক্রিয়াকর্ম রয়েছে তার সার্বিক কী তা দেখা আমাদের কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যেই এই বইয়ের বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। আশা করি পাঠকদের মানসিক চিন্তা শক্তি উন্নত হবে।

—ডঃ উদয় বিদ্যালংকার

।। পিতর শব্দের অর্থ।।

পিতরের সঙ্গে শ্রাদ্ধের সম্বন্ধ কি?

শ্রাদ্ধের সম্বন্ধ আছে পিতরের সঙ্গে। পিতর কাকে বলে? সর্বপ্রথম আমরা এই কথার উপর বিচার বিবেচন করি।

বৈদিক ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থে 'পিতর' শব্দের প্রয়োগ অনেক অর্থে করা হয়েছে। যেমন—পিতর = পালন কর্তা (নিরুক্ত ৪-২১), সৈন্য (ঋগ্বেদ ৬-৭৫-৯), জ্ঞানীজন (ঋগ্বেদ ১০-১২-১২), সূর্যের রশ্মি (ঋগ্বেদ ৯-২৩-৩), ঋতু (শ০ ৬-১-৩২), অগ্ন্যাশয়াদি শরীরের উষ্ণভাগ (তৈ০ ১৩-১০-৭), শরীরে রসধারণকর্তা (তৈ০ ১৩-১০-৭) ইত্যাদি।

শরীরকৃত প্রাণদাতা য়স্য চান্নানি ভুঞ্জতে।

ক্রমেণৈতে এয়োবপ্যুক্ত পিতরো ধর্ম শাসনে।।

(মহাভারত আদিপর্ব অ০ ৭২-১৫)

অর্থ: যে গর্ভধারণের দ্বারা শরীর নির্মাণ করে, যে অভয়দান করে প্রাণীদের রক্ষা করে, যার অন্ন ভোজন করা হয়, ধর্মশাস্ত্রে সেই জীব কে পিতর বলা হয়েছে।

জনিতা চোপনেতা চ য়স্তু বিদ্যাং প্রয়চ্ছত্তি

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পথেওতে পিতরঃস্মৃতাঃ।।

(চাণক্য ৫-২২)

অর্থ: পিতা = আচার্য (যজ্ঞোপবীত প্রদানকর্তা) অধ্যাপক, অন্নদাতা এবং ভয় ত্রাণ কর্তা, এই পাঁচ জনকে পিতর বলে।

মানী বধী পিতরঃ মীত মাতরম্

(যজুঃ ১৬-১৫)

অর্থাৎ আমাদের মাতা-পিতাকে বধ করো না। এখানে পিতর শব্দ জীবিত পিতার অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

শতমিন্নু শরদো অন্তিদেবা য়াত্র নশ্চক্রাজরসন্তনূনাম্।
পুত্রাসোয়ত্র পিতরো ভবন্তি মানো মধ্যারোরিষতায়ুর্গন্তোঃ।।

(ঋগ্বেদ ১-৮৯-৯)

অর্থ: মাতা-পিতা বলেন, যখন বৃদ্ধ বয়সে আমাদের পুত্র পিতর হয়ে যাবে, তখন পর্যন্ত হে পরমাত্মন্ তুমি যেন আমাদের আয়ুকে নাশ না কর।

এখানে পুত্রের জন্যে পিতর শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এর অর্থ হল 'পুত্র যখন পিতা হয়ে যাবে।'

মৃত্যা পিতরঃ = মনুষ্য পিতর (শতপথ ১-৪,৪)

বিশঃ পিতরঃ = প্রজাগণই পিতর (শত০ ১৩/৪/৩/১)

গৃহণাং হি পিতরঃ ঈশতে = বাড়ীর স্বামীই পিতর (শত০ ২/৬/১/৪০)

দেবা বা এতে পিতরঃ = বিদ্বানেরাই পিতর (গোপথ ৩/১/২৪)

জ্যষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপিয়শ্চ বিদ্যাং প্রয়চ্ছতি
এয়স্তে পিতরোজ্ঞেয়ঃ ধর্মে চ পথিবর্তিনঃ।।

(বাল্মিকী রামায়ণ)

অর্থ: ধর্ম পথে চলে এমন বড় ভাই, পিতা ও বিদ্যাপ্রদান কর্তা, এই তিনকে পিতর বলা উচিৎ।

বিদ্যাদাতায়দাতা ভয়ত্রাতা চ জম্মদঃ।
কন্যাদাতা চ বেদোক্তা নরাণাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।।(ব্রহ্মবৈবর্ত পু০ ৩/৮/৪৩)

কন্যাদাতাবন্নদাতা চ জ্ঞানদাতাৎভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতাশ্চ পিতরঃ স্মৃতঃ।।(ব্রহ্মবৈবর্ত পু০

৪/৩৫/৫৭)

অর্থ: বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা, জন্মদাতা, কন্যাদানকর্তা তথা ভয় প্রাণকর্তা এদের সবাইকে পিতর বলা হয়।। ৪৩।।

কন্যাদাতা, অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা, বড়ভাই, এরা সবাই পিতর।। ৫৭।।

তত্রাপশ্যবস্থিতাং পার্থ- পিতৃনথ পিতা মহান্।।

গীতা ১/২৬

অর্থ: অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পিতর ও পিতামহদের দেখছেন। গীতা অধ্যায় ১/৩৪-৩৫-এ অর্জুন বলেছেন "আমি, আচার্য, পিতর-পুত্র-পিতামহ, মাতুল-শ্বসুর, পৌত্র ইত্যাদিগকে মারতে চাইনা। যারা যুদ্ধের জন্য আমনে-সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এরা সবাই পিতর জীবিতবৃদ্ধ, এরা মৃতক নয়। এছাড়া আরো অনেক প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে যার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হবে যে বৈদিক সাহিত্য তথা পৌরাণিক সাহিত্যে পিতর শব্দের প্রয়োগ কেবল জীবিত মাতা-পিতা, আদরণীয় গুরুজন ও বিদ্যা বিশেষজ্ঞদের জন্য করা হয়েছে, মৃতক ব্যক্তির আত্মার জন্য পিতর শব্দের প্রয়োগ আর্য সাহিত্যে কখনও হয়নি।

।। পৌরাণিক মৃতক শ্রাদ্ধ ।।

মহাভারতের পরে যখন ভারতবর্ষে ধার্মিক ব্যবস্থার অবনতি হয় এবং নানা প্রকার মত-মতান্তরের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমাদের ধর্মাচার্য ব্রাহ্মণবর্গ পিতর (পিতৃ) শব্দের দুর্ব্যবহার করা শুরু করেছিল। জনতা, যারা ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল তাদের বলা শুরু করেছিল যে, পিতর শব্দের অর্থ হল মৃত মাতা-পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি। এরা সবাই পিতৃ লোকে থাকেন।

।। পিতৃলোক ।।

পিতৃরণাংস্থানমাকাশ দক্ষিণাং দিক্‌তথৈব চ।

(অত্রিস্মৃতিশ্লোক ৬২)

অর্থ: পিতৃলোক আকাশের দক্ষিণে আছে, তাই তাদের তৃপ্তির জন্য প্রতিবছর আশ্বিন (কার্তিক) মাসের প্রারম্ভের ১৫ দিন পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করা হয়। তাদের (পিতরের) কাছে পৌঁছানোর জন্য অন্ন, বস্ত্র আদি অনেক দ্রব্য পণ্ডিতকে দান কর। যতকিছু পণ্ডিতকে দিবে, ততকিছু তোমার পিতরের কাছে পৌঁছে যাবে।

এই রূপক কথাকে সত্য বলে প্রমাণিত করার জন্য ধূর্ত পণ্ডিতেরা ঋষি মহর্ষিদের নামে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাছাড়া প্রাচীনকালের অনেক গ্রন্থে মৃতক শ্রাদ্ধের পক্ষে শ্লোক রচনা করে প্রক্ষিপ্তকরণ করেছেন। সেগুলিকেই প্রমাণ মেনে অন্ধ পরম্পরার মতো জনতা (লোক) সেগুলিকে মেনে নিয়েছে। পরিণাম-আজ পর্যন্ত অন্ধ পরম্পরা চলছে, মধ্যকালের এক সময়ে বামমার্গের আধিক্যের জন্য শ্রাদ্ধের মধ্যে মাংসের প্রয়োগকরা হতো। যজ্ঞে মাংসের আহুতি বিধানে করেছেন। তার জন্য সনাতন ধর্মের স্বীকৃত গ্রন্থে কিছু-কিছু অল্পমাত্রার প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বামমার্গীয় শ্রাদ্ধের স্বরূপ স্পষ্ট করে পৌরাণিক শ্রাদ্ধের সম্বন্ধে পাঠকের জ্ঞান বর্ধন করা হচ্ছে।

"পিতর শ্রাদ্ধের আশা করেন"

পিতা মহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
উপাসতে সুতজাতং শকুন্তাইত্র পিপ্পলম্।। ৩৬।।
মধুমাংসৈশ্চ সাকৈশ্চ পয়সা পায়সেন বা।
এযনো দাস্যতি শ্রাদ্ধ বর্ষাস মধাসু চ।।। ৩৭ ।।

(বশিষ্ট স্মৃতি অধ্যায় ১১)

অর্থ: পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজন এমনভাবে আশা করেন, যেমন অশ্বত্থ গাছে বসে পাখী ফলের আশা করে।। ৩৬

. মধু-মাংস-শাক্, দুধ ও পায়েস দিয়ে সন্তান আমাদের জন্যে. পিণ্ড দেবে। বর্ষাঋতুর মাঘী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা বিশেষ সন্তোষপ্রদ হয়।

"পিতর শ্রাদ্ধে ভোজন করেন"

য়াবদুষ্ণ ভবত্যন্নং য়াবদশ্নন্তি বাগ্যতাঃ।

তাবদ্ধি পিতরোবশ্নন্তি য়াবনোক্তাবর্বির্গনাঃ।।

(বশিষ্ঠ মুনি ১১-২৭)

অর্থ: যতক্ষণ ভোজন গরম থাকে, যতক্ষণ ব্রাহ্মণ মৌন থেকে ভোজন করে, যতক্ষণ খাদ্য দ্রব্যের গুণ বলা না হয়, ততক্ষণ পিতর লোক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভোজন করেন।

।। শ্রাদ্ধ কি দিয়ে করা যায় ।।

তিলমাংসব্রীহ য়র্বোদকদানের্মাসং পিতরঃ

প্রীণন্তিমৎস্যহরিণং-রুরু-শশ-কুর্মবরাহ মেষ

মাসেঃ সংবৎসরং গব্য পয়ঃ পায়সৈর্দ্বাদশবর্ষাণি

ব্রাধ্রীনসেন কালশাক লাহ খড়্গ মাসৈমধুমিশ্রেশ্চান্নত্যম্।।

(গৌতমস্মৃতি ১৫-১)

অর্থ : মাসকলাই, তিল, ধান, যব ও জল দিয়ে শ্রাদ্ধ করলে পিতর একমাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে। মাছ, রুরু-খরগোশ, কচ্ছপ, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদির মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধ করলে পিতর এক বছর পর্যন্ত

তৃপ্ত থাকে। ঋতু অনুকূল শাক্ লাল ছাগল, গণ্ডার এদের মধুমিশ্রিত মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধ করলে অনন্তকাল পর্যন্ত পিতর তৃপ্ত থাকে।

হবিষ্য মৎস মাংসৈস্তু শশস্য নকুলস্য চ।
সৌকরচ্ছাগ লৈনৈয়রৌর বৈর্গবয়েন চ।।
ঔরভ্র গব্যৈশ্চ তথা মাংসং বৃদ্ধ্যাপিতামহ।
প্রয়ান্তিতৃপ্তি মাসেস্তু নিত্যং বাধী ণসামিষৈঃ।।

(বিষ্ণুপুরাণ ৩-১৬)

অর্থ: হবিষ্য ভোজন দ্বারা, এক মাস মাছ দিয়ে, ২ মাস খরগোশের মাংস দিয়ে, ৩ মাস নেওলা দিয়ে, ৪ মাস শুকর দিয়ে, ৫ মাস ছাগলের মাংস দিয়ে, ৬ মাস কস্তুরীহরিণের মাংস দিয়ে, ৭ মাস সাদা হরিণ দিয়ে, ৮ মাস নীলগায় এর মাংস দিয়ে ৯ মাস, মহিষের মাংস দিয়ে ১০ মাস তথা গাভীর মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধ করলে পিতর ১১ মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে।

মনুস্মৃতিতে শ্রাদ্ধের বিস্তৃত বিধান অধ্যায় ৩ ও ৫-এ দেওয়া আছে। আর্য সমাজ এই প্রকরণকে প্রক্ষিপ্ত বলেছে। কিন্তু পৌরাণিক বিদ্বান্ একে উচিৎ স্বীকার করেছেন, তাই সেখান থেকে সামান্য অংশ তুলে ধরা হল—

তিলৈর্ব্রীহিয়বৈ র্মাসৈবদ্ভিমূল ফলেন বা।
দত্তেন মাংসং তৃপ্যান্তি বিধিবৎ পিতরো নৃণাম্।। ২৬৭।।
দ্বৌমাসৌ মৎস্য মাসেন ত্রীন্ মাসান্।
হরিণেনতু ঔর ভ্রেনাথ চতুর শকুনে নাথ পঞ্চবৈ।। ২৬৮।।
ষড়্মাসাংশ্ছাগ মাংসেন পার্ষতেন চ সপ্তবৈ।
অষ্টাবণস্য মাংসে বৌরবেন ন বৈবতু।। ২৬৯।।

দশ মাসাস্তু তৃপ্যান্তি বারাহ মহিষা মিষৈঃ।

শশকুর্মযোবন্তি মাংসেন মাসানেকাদশৈবতু॥ ২৭০॥

সম্বৎসরং তুগ ব্যেন পয়সা পায়াসেন চ।

বধ্রীনস্য মাংসেন তৃপ্তি দ্বাদশ বার্ষিকী॥ ২৭১॥

কালশাকং মহাশঙ্কাঃখংগলোহামিষম্ মধু।

আমত্যায়ৈব কল্প্যন্তে মুন্যমানি চ সর্বশঃ॥ ২৭২॥

(মনু অধ্যায় ৩)

অর্থ: তিল, ধান, যব, মাসকলাই, জল, মূল ও ফল বিধিবৎ প্রদান করিলে পিতর এক মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে (২৬৭) মাছ প্রদান করলে ৪ মাস, পাখীর মাংসে ৫ মাস তৃপ্ত থাকে (২৬৮) ছাগলের মাংসে ৬ মাস, চিতল হরিণের মাংসে ৭ মাস এবং হরিণের মাংসে ৮ মাস ও রুরু মৃগের মাংসে ৯ মাস (২৬৯) শুকর ও মহিষের মাংসে ১০ মাস তৃপ্ত থাকে। খরগোশ তথা কচ্ছপের মাংস প্রদান করিলে ১১ মাস তৃপ্ত থাকে (২৭০) গোদুগ্ধ তথা পায়স প্রদান করিলে ১২ মাস পর্যন্ত, বাধ্রীনস (লম্বা কান যুক্ত) ছাগল-এর মাংসে ১২ বছর পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে (২৭১) কালশাক ও মহাশঙ্ক মাছ তথা গণ্ডার, লাল ছাগল মধু ও মুনিদের থেকে নেওয়া অন্ন প্রদান করিলে পিতর অনন্ত কাল পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে (২৭২)

কালশাকং মহাশঙ্কা মাস বাধ্রীনসস্য চ।

খড়্গ মাসং তথানন্তৈয়সঃ প্রোবাচ ধর্মাবৎ।।

(শঙ্খস্মৃতি ১৪/২৩)

অর্থ: ঋতু বা শাক, মহাশঙ্ক, নামক মাতৃ লম্বা কান যুক্ত ছাগল

তথা গণ্ডার কে শ্রাদ্ধে প্রয়োগ করলে অনন্ত ফলপ্রদাতা হয় যা যমরাহ বলেছেন।

এইরকম শ্রাদ্ধে মাংসের প্রয়োগ সম্বন্ধী অনেক বর্ণন যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির শ্রাদ্ধের প্রকরণে তথা অনেক অন্য গ্রন্থে বর্ণন করা আছে যা সনাতন ধর্মের মান্য গ্রন্থ। এখানে অত্যধিক বিস্তারের ভয়ে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। শিবপুরাণের উমা সংহিতায় ৪১তম অধ্যায়ে এক আখ্যানে বলা হয়েছে—

ঋষি বিশ্বামিত্রের সাত ছেলে, তারা নিজের গুরু ঋষি গর্গের দুগ্ধবতী গাভীকে জংগলে মেরে ফেলে। পশ্চাৎ মৃত গাভীর মাংসে শ্রাদ্ধ করে, সেই মাংস ভক্ষণ করেছিল। এইরকম শ্রাদ্ধ করে গো-মাংস খেয়ে আগামী জন্মে তাদের সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়েছিল। এই আখ্যানে মাংস ভক্ষণের নিন্দা না করে তার মহিমা বর্ণন করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শৈব লোক গো-মাংস খাওয়াকে ধর্ম স্বীকার করত। যদি এই রকম শ্রাদ্ধ ও মাংস ভক্ষণকে স্বীকার করা যায়, তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শিবপুরাণ বামমার্গীয় লোকের দ্বারা রচিত তথা শৈব সম্প্রদায়ের অর্থ হল বামমার্গী, কারণ শিবের উপাসকেরা শিবপুরাণে কোন রকম প্রক্ষিপ্তকরণের কথা স্বীকার করে না।

উপরের সমস্ত প্রমাণের দ্বারা এট্যাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে প্রচলিত সনাতন ধর্মের শ্রাদ্ধে পশু বধের একটা বিশেষ মহত্ত্ব আছে। অন্য জীবের মাংসের সঙ্গে ধূর্তরা গো-বধের বিধান করে গেছেন। গৌ ভারতীয় সভ্যতার পরমপূজ্য জীব। অথর্ববেদে গো-বধকর্তাকে গুলী মেরে মারার আদেশ বর্ণিত আছে।

"বেদে গো-বধকারীকে প্রাণদণ্ড—বিধান"

য়দি নো গাহংসিয়দ্যশ্ব য়দি পূরুষম্।
তন্ত্বা সীসেন বিধ্যামো য়থা নোৎসৌঅবীরহা।।

(অথর্ব ১/১৬/৪)

অর্থ: হে দুষ্ট! যদি তুমি আমাদের গরু, ঘোড়া ইত্যাদি পশুকে অথবা লোকের হত্যা কর, তাহলে আমরা তোমাকে সীসানির্মিত গুলি দিয়ে উড়িয়ে দেব।

যজুর্বেদের প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রে গৌ কে "অঘ্নয়া" বলা হয়েছে। যার অর্থ হল যা মারার যোগ্য নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কোন রকম কাজে গো-হত্যা করা মহাপাপ। কিন্তু নিজ শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী সনাতনী পণ্ডিত এরকম স্বীকার করতে রাজী নয়। শ্রাদ্ধে মাংসাহার করা সনাতনী পণ্ডিতের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। কিন্তু অনিবার্য বলা হয়েছে।

"উপর্যুপরি মাংস খাওয়ানোর প্রমাণ"

নিয়ুক্তস্তু য়থা শ্রাদ্ধে দৈবে বা মাংসমুৎস্রজেৎ।
য়াবন্তি পশুরোমাণি তাবন্নরক মৃচ্ছতি।।

(মনু ১১/৩১)

অর্থ: শ্রাদ্ধ বা দেবতার জন্য ভোজনের নিমন্ত্রণ দেওয়ার পর যারা মাংস খায় না, সে মৃত পশুর যত চুল আছে ততদিন পর্যন্ত নরকে থাকে।

নিয়ুক্তস্তু য়থা ন্যায়ং য়ো নাতি মানবঃ।
সপ্রেত্য পশুতাংয়াতি জন্মনাশেক বিশতিম্।।

(মনু ৫/৩৫)

অর্থ: শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে যারা যজমানের দেওয়া শাস্ত্রে নিয়ুক্ত মাংস খায় না, তারা মরার পর ২১ (একুশ) জন্ম

পর্যন্ত পশু হয়ে থাকে।

নাশ্নীয়াদ ব্রাহ্মণো মাংস নিয়ুক্ত কথঞ্চন।

ক্রতো শ্রাদ্ধে নিয়ুক্তো বা অনশনন পততিদ্বিজঃ।।

(ব্যাসস্মৃতি ৩/৫৫-৫৬)

অর্থ: শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত অথবা অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ যদি মাংস না খায়, তাহলে সে পতিত হয়ে যায়।

।। শ্রাদ্ধে হাঁড় পান করার বিধান ।।

সনাতন ধর্মে কেবল মাংস দিয়েই শ্রাদ্ধ করার দোষ আছে তা নয়, বরণ মৃতের হাঁড় পণ্ডিতকে পান করানোর বিধান শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

উপবেশ্য তু শয্যায়ঃ মধুপর্কততোদদেৎ।

অর্ধদত্বা তু পাত্রেন দধিদুগ্ধ সমন্বিতম্ ॥ ১৫ ॥

অস্থিললাটর্জা গৃহ্য সূক্ষ্মকৃত্বা বিমিশ্রয়েত।।

পায়য়েদ্দ্বিজ দাম্পত্যং পিতৃভক্ত্যা সমন্বিতম্ ॥ ১৬ ॥

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১০/১৫-১৬

অর্থ: শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে বিছানায় বসিয়ে মধুপর্ক ও অর্ঘ দিয়ে মৃতের মাথার (ললাটের) হাঁড় কে পিসে দুধ অথবা দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে স্বয়ং পিতৃভক্তি সমন্বিত হয়ে দ্বিজ দম্পতিকে খাওয়াবে।

।। পশু হত্যার আদেশ ।।

পিতৃদেবতা অতিথি পূজায়াং পশুহিংস্যাৎ।।

বশিষ্টস্মৃতি ৪/৫

অর্থ: পিতর দেবতা ও অতিথির পূজার জন্য পশুর হত্যা করো।

এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে 'পিতর' শব্দের অর্থ বৈদিক সাহিত্যে

কী? 'পিতৃ' শব্দের অর্থ জীবিতের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক ধর্মে শ্রাদ্ধে মাংসের প্রয়োগ অত্যধিক মহত্বপূর্ণ সেখানে মাংস ভক্ষণ অনিবার্য বলা হয়েছে। পৌরাণিক শ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের উপর্যুপরি মাংস খাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মৃতের কপালের হাঁড় পিসে খাওয়ার আদেশ পদ্ম পুরাণে বর্ণিত আছে। এটাও একটা আবশ্যক কাজ। পৌরাণিকদের মতে মৃত পিতর শ্রাদ্ধের আশায় বসে আছেন। শ্রাদ্ধে গো-মাংসের পিণ্ড প্রদান করিলে ১১ মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে। লম্বা কানযুক্ত ছাগলের মাংসে ১২ মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে। মাংস ভিন্ন অন্য পদার্থে মৃত পিতর অল্প সময় পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে। এ সবই পৌরাণিকদের ধার্মিক ব্যবস্থা। অতঃ মৃতক শ্রাদ্ধের উপর বিবেচন নিম্নপ্রকার প্রস্তুত করা হইল—

।। মৃতক শ্রাদ্ধের আপত্তিজনক দিক ।।

জীবত্মার পরিমাণ ও স্বরূপ

বালাগ্রশতশোভাগঃ কল্পিতস্তু সহস্রধা।

তস্যাপি শতমাঁদ্ ভাগাঞ্জীবঃ সুক্ষ্ম উদাহৃতঃ।।

শঙ্খস্মৃতি ৭৩৪

অর্থ: চুলের অগ্রভাগের শতভাগ করে তার এক ভাগের যে শতভাগ হবে তার থেকেও সূক্ষ্ম জীব।

এই রকম সূক্ষ্ম জীবের কোন হাত, পা, মাথা, পেট, মুখ ইত্যাদি কোন অংশ হয় না। যে শরীরে আত্মা কর্মফলানুসার বসে যায়, তখন সে তদ্রুপ দেখায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঠাণ্ডা-গরম, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি শরীরের ধর্ম, অশরীরী নিরাকার জীবত্মার নয়। সে তো অভৌতিক সত্ত্বা মাত্র। জীবাত্মা এতোই সূক্ষ্ম যে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনংদহতি পাবকঃ।
ন চৈন ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥
অচ্ছেদ্যোবয়মদাহ্যোবয়ক্লেবশোষ্য এব চ।
নিত্য .... সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

গীতা ২/২৩-২৪

অর্থ: আত্মাকে শস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না। আগুনে পোড়া যায় না, জল দিয়েও ভেজানো যায় না, বায়ু দিয়েও শুখা যায় না।। ২৩

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। তাই আত্মা নিত্য ও সনাতন।। ২৪

এই জীবাত্মা সুখ, দুঃখ তথা নিজ কর্মের ফল ভোগ শরীরের আশ্রয়েই ভোগ করে। এজন্যই আবাগমনের চক্রে বারবার শরীর ধারণ করে। সীমিত বুদ্ধির জন্যেই কর্ম-অকর্ম করতে থাকে, অশরীরী জীবাত্মার পঞ্চভৌতিক শরীর নষ্ট হওয়ার পর, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি স্বীকার করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত।

জীবাত্মায় লিঙ্গ ভেদ নেই

নেব স্ত্রী নপুংমানেষ নচৈবায় অপুংসকঃ।
য়দ্যচ্ছরীমাদত্তে তেন সংয়ুজ্যতে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

অর্থ: জীবাত্মা না স্ত্রী না পুরুষ ও না নপুংসক। যেমন, যেমন শরীর পায়, তেমন, তেমন তাকে বলা হয়, তৎকাল পুনর্জন্মের প্রমাণ—এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারন অর্থাৎ তৎকাল পুনর্জন্ম হওয়া পৌরাণিকদের মতে শাস্ত্র সম্মত। গীতায় বলা হয়েছে—

বাসাংসি জীর্ণানি য়থা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোবপরানি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংয়াতি নবানি দেহী।।

গীতা ২/২২

অর্থ : যেমন মানুষ পুরোনো কাপড়কে খুলে নতুন কাপড় ধারণ করে, তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে নেয়।

আয়ুষোবন্তে প্রহাদেবং ক্ষীণ প্রায়ঃকলেবরম্।

সমভবত্যেব য়ুগপদ্যোনৌনাস্ত্যন্তরাভবঃ।।

মহাভা০ বনপর্ব ১৮৮/৭৭

অর্থ: আয়ু পূর্ণ হওয়ার পর জীব এই জর্জর স্থূল শরীরকে ত্যাগ করে সেই সময়েই অন্য যোনি (শরীর) তে প্রকট হয়। একশরীর থেকে অন্যশরীরের মধ্যকালীন গমনাগমন সময়েও জীব অসংসারী হয় না অর্থাৎ জীব বিনা শরীরে থাকে না।

"তৃণজলায়ুকা"র উদাহরণ দিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে লেখা আছে যে—জোঁক জলের মধ্যে এক তৃণ থেকে অন্য তৃণে যাবার সময় পূর্ব তৃণকে তখনি ছেড়ে দেয় যখন পরবর্তী তৃণে ভালভাবে নিজের পা জমিয়ে নেয়।

এইরকম জীবাত্মা এক শরীরকে তখনই ত্যাগ করে যখন পরবর্তী আশ্রয় নিশ্চিৎ হয়ে যায়। কখনই সে বিনাশ্রয়ে থাকে না। উপরের প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যখন শরীর ছাড়ার পর জীবাত্মার তৎক্ষণাৎ পুনর্জন্ম হয় তখন জীবাত্মার পিতৃলোকে গমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণাতে থাকা ইত্যাদি স্বীকার করা সর্বথা মিথ্যা এটা কেউ জানে না যে, মৃত্যুর পরে জীবাত্মা কোথায় গিয়ে জন্ম নেয়, হ্যাঁ অনেক বালকের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে, তাই সে যে যেরকম কথা বলে সেটা সেটা সত্য হয়ে যায়। এইরকম অনুভব সিদ্ধ দ্বারাও

প্রমাণিত হয় যে, জীবাত্মার পুনর্জন্ম হয়। এই সব বালকের পূর্বজন্মের পরিবারের লোকেদের দেওয়া অন্ন বস্ত্রাদি প্রত্যক্ষতঃ কিছুই পৌছাঁয় না, এর দ্বারাও কিন্তু মৃতক শ্রাদ্ধের নিঃসারতা প্রমাণিত হয়। কারণ—সনাতন ধর্মের সিদ্ধান্তানুসারে মৃতকের নিমিত্তে যে যে পদার্থ ভোজনে অথবা পণ্ডিতকে দেওয়া হয়, সে সব পদার্থ মৃতকের আত্মার কাছে পৌঁছে যায়, যখন মৃতকের আত্মা মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ অন্য শরীর ধারণ করে তাহলে মৃতকের আত্মার আসা, পণ্ডিতের সঙ্গে বসে অন্ন গ্রহণ করা, লম্বা কান যুক্ত ছাগলের মাংস খেয়ে ১২ বছর পর্যন্ত তৃপ্ত থাকা ইত্যাদি মনের ভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

।। ষাট হাজার বছর পর্যন্ত পিতরের তৃপ্তথাকার প্রণালী ।।

নীলপাণ্ডুরলাংগল স্তৃণ মুদ্ধরতেতুয়ঃ।
যষ্ঠি বর্ষ সহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ।।

বৃহস্পতিস্মৃতি ২৩

অর্থ: যার নীল রং, হলুদ লেজ ও যে ঘাস উখরে খায়, এই রকম বলদ্ গরুকে শ্রাদ্ধে দান করলে পিতর ৬০ হাজার বছর পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে।

এই রকম চন্দুখানের গল্পকে কেন মানা যাবে না। এর অর্থ এটা নয় যে জীব সনাতনদের কল্পিত পিতৃলোকে ৬০ হাজার বছর পর্যন্ত ক্ষুধা ও পিপাসায় থাকে।

পৌরাণিক বন্ধুদের মাননীয় শাস্ত্রে এই রকম বেতুকী গল্পে ভরা আছে। চিকিৎসা চক্রবর্তী গ্রন্থের পৃষ্ঠ ১৭২-এ লেখা আছে যে, মৃতের মাথার হাঁড় চূর্ণ করে দুধে মিশিয়ে পান করলে নিঃসন্তান স্ত্রীর গর্ভাধান হয়ে যায়। অন্যদিকে শ্রাদ্ধে পণ্ডিতকে হাঁড় খাওয়ানোর আদেশ পদ্মপুরাণে দেওয়া আছে, তাহলে কি মৃতের হাঁড় পণ্ডিতকে

খাইয়ে, গর্ভাধান করার দায়িত্ব সনাতনী শ্রাদ্ধকর্তার নির্ধারণ করা আছে, বেচারা যজমানের দায়িত্ব সনাতন ধর্মে কেন লাগানো আছে।

"আমি আশা করছি পৌরাণিক বিদ্বান্ এই শাস্ত্রাজ্ঞার স্পষ্টীকরণ অবশ্যই দেবেন"

যদি কোন যজমানের বাবা আফীম খায় আর সে সনাতনী মান্যতানুসারে মৃত বাবার জন্য পণ্ডিতকে আফীম খাইয়ে পাঠাতে চায়, তাহলে পণ্ডিত অবশ্যই রাজী হবেন না।

যখন পণ্ডিত এটা জানে না যে মরার পর কে কোথায় জন্ম নেয় তখন সেই পণ্ডিত পোস্টম্যানের মতো ভোজন, বস্ত্রাদি পার্সেলরূপে কেমন করে পৌঁছাবে। এরকম ব্যবস্থা পিতরের নামের সঙ্গে ৪২০ করা বা বিশ্বাসঘাত করা, এটা একটা অপরাধ। যদি মৃত ব্যক্তির আত্মা নতুন জন্মস্থানকে ছেড়ে-ছেড়ে আবার মরে-মরে পূর্বজন্মের ঘরে গিয়ে শ্রাদ্ধের ভোজন খাবে, তাহলে কোটি-কোটি পরিবারে সেই সময়ে শোক ছেয়ে যাবে। কারণ এক জায়গায় ন মরে অন্য স্থানে ভোজন নিমিত্ত খাওয়া সম্ভব নয়।

কল্পনা করুন যদি কারো বাবা তার খারাপ কর্মের ফলে মৃত্যুর পর শুকরের জন্ম পায়, তাহলে তার পূর্বজন্মের সন্তান কিরকম পদার্থ দিয়ে শ্রাদ্ধ করবে, যে শুকর রূপী বাবা ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে তৃপ্ত হয়ে যাবে। সনাতনী জনতাকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

আরো একটা প্রশ্ন আছে যার উত্তর খুঁজতে হবে যে অন্যের করা কর্মের ফল অন্যেরা ভোগ করে না—

নায়ং পরস্য সুকৃতং দুষ্কৃতং চাপি সেবতে।
করোতি য়াদৃশং কর্ম তাদৃশ প্রতিপদ্যতে।।

মহাভা০ সান্তিপর্ব ২৯/২২

অর্থ: জীবাত্মা অন্যের পাপ্য পুণ্যকে সেবন করে না। যেমন কর্ম স্বয়ং করে তেমনই ফল ভোগ করে।

পুত্র শ্রাদ্ধ করুক অথবা না করুক, যে কোন কর্মের ফল মৃত মাতা-পিতার কাছে পৌঁছায় না। প্রত্যেক মৃত প্রাণী জীবিত কালে যে রকম কর্ম করে মরণোত্তর কালের পূর্বজন্মে সেই কৃতকর্মের ফল স্বয়ং ভোগ করে। এটাই শাস্ত্রীয় মর্যাদা। মৃত্যুর পরে না কেউ কারো পিতা, না কেউ কারো পুত্র ও নাতী। সবকিছু শরীর ধারণকাল পর্যন্ত সীমিত তাকে। এই সৃষ্টিতে জীবাত্মা আবাগমন চক্র দ্বারা কোটি-কোটিবার জন্ম নিয়ে পিতা-পুত্র হয়ে থাকে। অনেকের সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরী হয় তথা অনেকের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়। এটাই তো জীবন চক্রের সাধারণ নিয়ম। সনাতনী বিদ্বান্ এটা যে কেন বুঝতে পারে না আশ্চর্যজনক কথা।

।। শ্রাদ্ধে চুল কাটার আদেশ ।।

অনেক লোক শ্রাদ্ধে নোংরা অবস্থায় থাকে, না কাপড় পরিস্কার করে না, চুল কাটে, পুরাণে এই রকম লোকেদের নিন্দা করা হয়েছে—

ব্রতাম মুপবাসানাং শ্রাদ্ধদীনাং চ সংয়মে।
ন করোতি ক্ষৌর কর্ম সোऽশুচিঃ সর্বকর্মসু।।

ব্রহ্মবৈবর্ত খ০ ২/৩০

অর্থ: যারা ব্রত, উপবাস-শ্রাদ্ধ সংযম ইত্যাদিতে চুল কাটে না, তারা সকল (সব০ কর্মে অশুদ্ধ থাকে। তাই ক্ষৌরকর্ম করা উচিৎ।

।। বৈতরণী নদীর মিথ্যা কল্পনা ।।

সনাতন ধর্মানুসারে বলা হয় যে, মৃত্যুর পর জীবকে বৈতরণী

নদী পার হতে হয়। যদি সন্তান অথবা সে নিজেই মৃত্যুর পূর্বে গৌ দান করে, তাহলে সেই গরুর লেজ ধরে জীবাত্মা নদী পার করে। অন্যথা সে নদীতে ডুবে যায়।

।। বৈতরণী রক্ত পুঁচে ভরা নদী ।।

নদী বৈতরণী ঘীরা রুধিরোন বিবাহিনীম্।।

রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ৫৩/১৯

অর্থাৎ বৈতরণী নদী রক্ত ও পুঁচে ভরা ভয়ংকর নদী।

।। বৈতরণী নদী ভারতেব ।।

হিন্দুস্তান পত্রিকা তারিখ ৬/৯/৬৭-এর অংকে পৃষ্ঠ ৬-এ খবর ছেপেছিল যে, উড়ীসার বৈতরণী নদীতে বন্যা আসাতে জাজপুর সাব-ডিবীসনে বিপজ্জনক স্থিতি উৎপন্ন হয়ে গেছে। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হচ্ছে যে বৈতরণী নদী উড়ীসার কটকের কাছের নদী।

।। বৈতরণী তিব্বতে আছে ।।

ততস্ত্রিবিষ্টপং গচ্ছেত্রিলোকেষু বিশ্রুতম্।

তত্রবৈতরণী পুন্যা নদী পাপ প্রণাশিনীম্।।

অর্থ:এর পরে তিব্বতে যাও, সেখানে পাপনাশিনী নদী বৈতরণী আছে।

তত্র স্নাত্বা অর্চয়িত্বা চ শূলপানি বৃষভধ্বজম্।

সর্ব পাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেৎপরমাম্ গতিম্।।

মহাভারত বনপর্ব অধ্যায় ৮৩

অর্থ: জীব যেখানে স্নান করে মহাদেবের পূজন করে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে যায়।

।। বৈতরণী নদী হিমালযে ।।

শ্রীশ্বর উবাচ—

শৈল রাজস্য পৃষ্ঠেতু শ্রুণ স্থানানি য়ানিবে।
অস্তি পুন্যাং মহাদেবী নদী বৈতরণী শুভা ॥ ১ ॥
পিতৃণাং তোয়র্দানেন তৃপ্তির্ভবতি পুষ্কলা।
তত্রাপি পরমদেব পায়য়েদ্রুদ্র হিমালয়ম্ ॥ ২ ॥

কেদারকল্প পঞ্চম পটল

অর্থ: শিব বলল—হে দেবী! হিমালয়ের পিছনে যত স্থান আছে শুনো! সেখানে বড়ই শুভ ও পবিত্র নদী বৈতরণী আছে।।১

সেখানে (বৈতরণীতে) জলদান করলে পিতর সকলপ্রকার তৃষ্ণা থেকে তৃপ্ত হয়ে যায়। হে দেবী সেখানে বড় হিমালয়ের দর্শন করো।।২

ভূগোলের ছাত্ররা জানে যে তিব্বতে বা হিমালয়ের পাশ্চাৎদেশে এই রকম রক্ত, পুঁচে ভর্তি পৌরাণিকদের মতানুসারে কোন নদী নেই। যেখানে লাখ-লাখ লোক গাভীর লেজ ধরে প্রতিদিন সাঁতার কাটে। সনাতন ধর্মে এইরকম নদীকে পবিত্র নদী বলা হয়েছে এটা একটা বিচিত্র কল্পনা।

এইসব ঘটনা বাস্তবে ধর্মের নামে ঢং রচনা করে লোকেদের ঠকানোর জন্য গল্প তৈরী করা হয়েছে।

শ্রাদ্ধে মাংসাহার রূপী কুকর্ম বামমার্গী দ্বারা প্রচারিত ঘৃণিত পাখণ্ড যেটা অনুভব দ্বারা প্রমাণিত। কারণ বাম মার্গী সম্প্রদায় মদ্য, মাংস, মৈথুন এই তিন সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই সিদ্ধান্তত্রয়কে স্বীকার করা ওদের ধর্ম। তাই এই রকম কুকর্ম থেকে সবাইকে বাঁচতে হবে।

এই রকম আমরা বলেছিলাম যে পিতর শব্দের বৈদিক অর্থ হল জীবিত বৃদ্ধ, বিদ্বান্ তথা আদরণীয় ব্যক্তি। এই ব্যক্তিদের সেবা

সোম বিক্রয়িণশ্চৈব প্লবকা নার্হন্তি কেতনম ॥ ১৪ ॥
গায়ন নর্তকাশ্চৈব প্লবকা বাদকাস্তথা।
কথকা য়োধকাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্॥ ১৫ ॥
হোতারো বৃষলানাং চ বৃতলাধ্যাপকাস্তথা।
তথা বৃষল শিষ্যাশ্চ রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্॥ ১৬ ॥
অনুয়োক্তা চ য়োবিপ্রো অনুজ্যক্তশ্চ ভারত।
নর্হবস্তাবপি শ্রাদ্ধ ব্রহ্ম বিক্রয়িনোহিতো ॥ ১৭ ॥
অগ্রধীর্য়ঃ কুতঃ পূর্ব বর্ণবর পরিগ্রহঃ।
ব্রাহ্মঃ সর্ববিদ্যো ঽপি রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্॥ ১৮ ॥
অনগ্নয়শ্চ য়ে বিপ্রামৃত নির্য়াতকাশ্যয়ে।
স্তেনাশ্চ পতিতাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তিকেতনম্॥ ১৯ ॥
অপরিজ্ঞাতং পূর্বাশ্চ গণপূর্বাশ্চ ভারত।
পুত্রিক পূর্ব পুত্রাশ্চ শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্॥ ২০ ॥
ঋণকর্তা চ য়ো রাজন্ য়শ্চবার্ধুষিকোনরঃ।
প্রাণি বিক্রয়ঃ বৃত্তিশ্চ রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্॥ ২১ ॥
স্ত্রী পূর্বাঃ কাণ্ড পৃষ্ঠাশ্চ য়াবন্তী ভারতর্ষম্।
অজপা ব্রাহ্মণাশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্॥ ২২ ॥

মহাভারত অনুশাসনপর্ব অধ্যায়-২৩

অর্থ: হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণ পতিত, জড় বা উন্মত্ত হয়ে গেছে সে দেবকার্য শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের যোগ্য নয়।।১২

হে রাজন্! শ্বেতকুষ্ঠ, নপুংসক, যক্ষ্মায় পীড়িত, মৃগী তথা অন্ধ এরা সবাই নিমন্ত্রণের যোগ্য নয়।।১৩

চিকিৎসক বা বৈদ্য, মন্দিরের পুজারী, পাখণ্ডী, মদ্য বিক্রেতা আদি (১৪) গান-বাজনায় যুক্ত, নর্তক, পালোয়ানী করে, তামাশা করে তথা ব্যর্থ কথা বলে এমন ব্রাহ্মণ (১৫) শূদ্রের দ্বারা যজ্ঞ করে, তাদেরকে পড়ায় এবং পড়ে তথা শুদ্রের দাসতা করে (১৬) বেতন নিয়ে পড়ায় ও বেতন দিয়ে পড়ে এরা দুজনেই বেদ-বিক্রয়কর্তা (১৭) যারা পূর্বে নিজের সমাজের নেতা ছিল এবং শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করেছে এমন সর্ববিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ যোগ্য নয় (১৮)। যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র (যজ্ঞ) করে না, মৃতক বহন করে, চুরি করে ও পাপে পতিত হয়ে গেছে এমন ব্রাহ্মণ যার বি,য়ে পূর্বের থেকে যদি জানা না থাকে, গ্রামে অগ্রণী পালকপুত্র এমন (২০) যারা সুদ খায়, ব্যবসা করে, জীবের ক্রয়-বিক্রয় করে এমন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ যোগ্য নয় (২১)। স্ত্রীর আয়-এ চলে, বেশ্যার পতি, গায়ত্রী জপ ও সন্ধ্যা করে না (২২) এমন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ দেওয়া উচিৎ নয়। এরা সবাই বর্জিত।

জ্যোতির্বিদোহ্যথর্বানঃ কীরা পৌরাণ পাঠকঃ।
শ্রাদ্ধে য়জ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচন॥ ৩২৩॥
শ্রাদ্ধে চ পিতরোঘোর দানোচিবেতু নিষ্ফলম্।
য়জ্ঞে চ ফলহানিস্যাৎ তস্মাত্তান্ পরিবর্জয়েৎ॥ ৩২৪॥
(অত্রিস্মৃতি)

অর্থ: জ্যোতিষে, অথর্ববেদের কীর (তোতার মতো বলে যে) তথা যে পুরাণ পড়ে এমন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ডাকা উচিৎ নয়। শ্রাদ্ধে তাদের ডাকলে পিতর নরকে পতিত হয়, দানের ফল নিষ্ফল ও যজ্ঞের ফল নষ্ট হয়ে যায়।

বেদ বিক্রয়িনশ্চৈব শ্রুতি বিক্রয়িণস্তথা।

সুশ্রুষা করাকে শ্রাদ্ধ বলা হয়। মৃতব্যক্তির নাম ধরে শ্রাদ্ধরূপী ঢং করা অবৈদিক কর্ম আর অবৈদিক কর্মকে কুকর্ম বলা হয়। এটা তাহলে সাক্ষাৎ মৃতক ভোজন। এই রকম ভোজন থেকে দূরে সরে থাকা উচিৎ। কিন্তু সম্মাননীয় বয়স্কদের স্মৃতির জন্য স্মারক বানানো, ধার্মিক, পরোপকারী তথা আদরণীয় বিদ্বান্‌দের দান দিয়ে সৎকার করা, দীন-হীনের সেবায় ব্যয় করা ইত্যাদি উত্তম কর্ম। এইসব কাজে সবাইকে সহযোগ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে দান করা উচিৎ নয়, মনে রাখা উচিৎ যে ভূলবশ দেওয়া দান অথবা নেওয়া দান তথা ভূপাত্রে দেওয়া দান সদৈব অনর্থকারী হয়। শ্রাদ্ধের সময় গংগায় বা তীর্থে গিয়ে পিণ্ডদান দেওয়া আদি ক্রিয়া সম্পূর্ণ ভ্রমের উপরে আধারিত ক্রিয়া।

শরীর ছেড়ে জীবের পুনর্জন্ম হওয়া আমাদের সনাতনী বন্ধুরাও মানে যারা শ্রাদ্ধে নানারকম দ্রব্য সামগ্রী পাঠানোর কথা বলে। এটা তাদের মহান্ অজ্ঞানতা, সনাতনী বন্ধুদের কথা যে তারা মৃতকের কাছে নানারকম বস্তু পাঠানোর এজেন্সী আছে এটাও একদম মিথ্যে কথা।

এইরকম ভূল রীতি-রেওয়াজের জন্যেই হিন্দু ধর্মের উপর থেকে শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। তাই তারা দিন-প্রতিদিন নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। আশা করছি এইরকম সামাজিক কুরীতি নিবারণে সবাই প্রচেষ্টা করবেন।

মৃতকের আত্মার কাছে দ্রব্য-সামগ্রী পাঠানোর কাজ কেউ সনাতনী পণ্ডিতদের দেয়নি। তারা নিজেরাই এই কাজের ঠিকাদার হয়ে বসে আছে। নিজেদের এই মিথ্যে ঠিকাদারী কে সত্য প্রমাণিত করবার জন্য নানারকম মিথ্যে কথা সাজিয়ে অনেক পুরাণের রচনা

করেছেন। সনাতনীরা সামান্য শ্রেণীর লোকেদের সেইসব গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, যেগুলোকে পড়ে তাদের পাখণ্ডের পোল খুলে যাবে।

কিন্তু এখন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৌরানিকদের ছাপানো পুরাণ পড়ে তাদের পাখণ্ড জানতে পারছেন। তাই কিছু বুদ্ধিমান্ শ্রেণীর লোক পৌরানিকদের ঘৃণা করেন এবং তারা মৃতকের ভোজন করাকে পাপ মনে করছেন। আমি সেইসব বুদ্ধিমান্ শ্রেণীর লোকেদের কাছে আপীল করছি যে তারা এই সব যেন সামান্য লোকেদের বোঝায় এবং সনাতনীদের পাখণ্ডের বিরোধ করে। তৎসঙ্গে এটাও যেন বোঝায় যে শ্রাদ্ধ মানে জীবিত গুরুজন ও বড়োদের যথোচিৎ সেবা সুশ্রুষা করা। পৌরাণিকদের শ্রাদ্ধের অর্থ হল—

জীবিত পিতার সাথে লড়াই ও দাংগা,
মৃত পিতাকে পৌছায় গংগা।
জীবিত পিতাকে দাওনি ভাত,
মৃত পিতাকে খীরের স্বাদ।

এখন আমরা আপনাদের বলছি যে সনাতন ধর্মের মতে শ্রাদ্ধে কোন ধরনের ব্রাহ্মণদের ডাকা উচিৎ নয়।

।। শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণ ।।

স্নাবন্তঃ পতিতাপ্রাজডোন্মত্তাস্তথৈব চ।
দৈবে বাপ্যথ পিক্ষব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ।। ১২।।
শ্বিত্রী ক্লীবশ্চ কুষ্ঠী চ তথা য়ক্ষ্মপতশ্চয়ঃ।
অপস্মারী চ য়শ্চান্ধী রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ।। ১৩।।
চিকিৎসকী দেবলোকো বৃথা নিয়ম ধারিণঃ।

বেদ বিক্রিয়িণশ্চান্যে কোপিনঃ কুণ্ড গোলকৌ ॥ ৮ ॥

কায়স্থা লম্ব কর্ণশ্চনিত্যং রাজোপতেবকঃ।

নক্ষত্র তিথি বক্তারোভিযক শল্যোপজীবিনঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাধিন কাব্য, কর্তারো গায়কাশ্চৈ গোত্রি নঃ।

বেদনিন্দা রতাশ্চৈব কৃতঘ্না পিশুনাস্থথা ॥ ১০ ॥

হীনানিরিক্ত দহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যা প্রয়ত্নতঃ ॥ ১১ ॥

অর্থ: বেদ অথবা শ্রুতি বিক্রয়কর্তা, কেবল নিজ শরীর পোষণ কর্তা, লম্বা কানযুক্ত, চাকরি করে, নক্ষত্র তিথি নির্ধারণ করে, কবিরাজী করে জীবিকা চালায়, হিংসাযুক্ত কাজ করে, গান বাজনা করে তথা তাদের বংশজ, বেদের নিন্দায় রত থাকে, কৃতঘ্ন, চুগলী করে, শরীরের কোন অংগ নেই এমন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধ থেকে বহিষ্কার করা উচিৎ।

নানৃব্রাহ্মনো ভবতি ন বণিক্ কুশীলবঃ।

ন শুদ্র প্রেষণ কুর্বন্নস্তেনো ন চিকিৎসকঃ।।

বশিষ্ঠ স্মৃতি অধ্যায় ৩

অর্থ: যারা বেদ পড়ে না, ব্যবসা করে, রাজার মিথ্যা প্রশংসা করে, শুদ্রের চাকরী করে, চুরি করে, চিকিৎসা করে জীবিকা নির্বাহ করে সেইসব ব্রাহ্মণ, পতিত হয়ে যায়, ব্রাহ্মণ থাকে না।

সদ্যঃ পতিত মাংসেন লক্ষয়া লবনেন চ।

এয়নেন শুদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়তাৎ।।

(অত্রিস্মৃতি-২১) ও ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্মণপর্ব ৪৪-৪৫

অর্থ: মাংস, লাখ ও লবন বিক্রি করলে ব্রাহ্মণ খুব তাড়াতাড়ি

পবিত্র হয়ে যায় তথা দুধ বিক্রি করলে সে তিন দিনেই শুদ্র হয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত কর্ম করলে বা নিষিদ্ধ শরীর যুক্ত ব্রাহ্মণকে কখনও মৃতক শ্রাদ্ধে ডাকা উচিৎ নয়। যদি কোনো পৌরাণিক এই রকম ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ দেয়, তাহলে পুরাণের মতে সে নরকে চলে যাবে তথা যজ্ঞাদিরূপী শুভ কর্মের ফল নষ্ট হয়ে যাবে।

॥ নিরাকরণ ॥

এই বইয়ের পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে বৈদিক সাহিত্যে পিতর শব্দের অর্থ হল বিদ্বান্, গুরুজন, জীবিত মাতা-পিতা, পিতামহ-মাতামহ ইত্যাদির সেবা সুশ্রুষা বা সৎকার করা।

মৃত্যুর পরে (শরীর ত্যাগের পরে) জীবাত্মা নিজ কর্মানুসারে পুনর্জন্ম ধারণ করে। একজনের কর্মফল অন্যজনে ভোগ করে না, জীবাত্মা বিনা শরীরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদি অনুভব করে না। এই সব কেবল শরীরের ধর্ম, সংসারের মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু প্রভৃতি কেবল শরীর থাকাকালীন থাকে, কিন্তু শরীর ত্যাগের পর সম্বন্ধ সমাপ্ত হয়ে যায়। তখন জীবাত্মা যেখানে জন্ম নেয় সেখানে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এইরকম সংসার রূপী রঙ্গমঞ্চে জীব কর্মফলের জন্য নানাবিধ ভূমিকা করতে বার-বার আসে ও চলে যায়। এই ক্রম অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। জীব নিজকর্মবশ মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি যোনিতে ভ্রমণ করে, এটা কেউ জানে না যে মরার পর কে কোথায় জন্ম নেয়। স্বর্গ ও নরক এই পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ ভোগের নাম। মরার পর বৈতরণী নদীতে সাঁতার রূপী পৌরাণিকদের কল্পনা সদাই মিথ্যে। মৃতক শ্রাদ্ধের পরিপাটী সাক্ষাৎ মাংসাহারী বামমার্গীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের

চালানো রীতি। যার মতে পশু-পাখির বা গরু আদি জীবের মাংস খাওয়া অবৈধ নয়।

শ্রাদ্ধে মাংস খাওয়ার পরিপাটী শিবপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত থাকায় প্রমাণ উপস্থিত করে অথবা এইসব পুরাণে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রক্ষিপ্তকরণ সনাতনী বিদ্বান্ স্বীকার করতে রাজী নয়। তাই আমরা এইসব গ্রন্থকে মাংসাহারীদের ভুল গ্রন্থ মানতে রাজী নই। ধর্ম সম্বন্ধে এইরকম গ্রন্থকে প্রমাণিত স্বীকার করা যায় না। পদ্মপুরানে পণ্ডিতকে হাঁড় পিসে জল মিশিয়ে পান করার আদেশ বর্ণিত আছে। সনাতনী শ্রাদ্ধে এইরকম যজমানকেও করা উচিৎ। জীবাত্মাকে মাংসাহারী স্বীকার করা মূঢ়বুদ্ধির পরিচায়ক।

উপরের বর্ণিত কথা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সনাতন ধর্মের মৃতক শ্রাদ্ধ-সিদ্ধান্ত কেবল লোককে ঠকিয়ে খাওয়ার জন্য বামমার্গীয় লোকেরা বানিয়েছিল। তারা জীবাত্মার স্বরূপকেও জানতো না, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধকেও জানতো না। সম্পূর্ণ সনাতনী পৌরাণিক সাহিত্যে এইরকম মিথ্যে কথায় ভর্তি হয়ে আছে। যাদেরকে দেখে বুদ্ধিমান্ লোকের হাসি পায় আর অন্যধর্মের (অন্য মতের) লোক হিন্দু ধর্মের উপহাস করে। আমাদের হিন্দু জাতিকে এরকম পাখণ্ডই বিনাশ করছে।

এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য হল যে, মৃতক শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে রটনা ছড়িয়েছে তার সম্পর্কে জনতাকে সচেৎ করা। আশা করছি পাঠক এই বইটির প্রচার জনতার মধ্যে করার চেষ্টা করবেন। যতক্ষণ অসত্য কথার পর্দাফাস করে সত্য ও বাস্তবিক কথা জনতার সামনে তুলে ধরা হবে না ততক্ষণ জনতা সত্যকে বুঝতে পারবে না এবং সত্যগ্রহণ করতে উদ্যত হবে না। এই বইটির মাধ্যমে আমরা

পৌরাণিক মৃতক শ্রাদ্ধের বাস্তবিক স্বরূপকে প্রদর্শিত করে শ্রাদ্ধ শব্দের বৈদিক ব্যাখ্যায় অবগত করিয়ে সঠীক পক্ষকে তুলে ধরা হয়েছে। তাই আশা করছি বইটি পড়ে এই সম্বন্ধে সত্যতা নির্ণয়ে সুন্দর অবসর প্রাপ্ত হবে।

॥ মৃতক শ্রাদ্ধের উপর কিছু প্রশ্ন ॥

(১) কাক ও পিতর-এর মধ্যে কি পার্থক্য আছে? শ্রাদ্ধে কাক যারা বিষ্ঠা আদি খারাপ পদার্থ খায় তাকে ভোজন কেন দেওয়া হয়? কাক কি পিতরের দালাল অথবা সনাতনী ব্রাহ্মণদের মতো পিতরের সোল এজেন্ট?

(২) যারা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তারা স্বর্গে যায় নাকি নরকে? ভীষ্ম পিতামহ, শুকদেব এদের কি গতি হয়েছিল?

(৩) যদি একজনের ৪ ছেলে ৪ শহরে একই দিনে একই সময়ে শ্রাদ্ধ করে, তাহলে পিতর সবার কাছে একই সময়ে খাবার খেতে কিভাবে যাবে?

(৪) যখন মহিলাদের শ্রাদ্ধ করবার অধিকার সনাতন ধর্মে নেই, তখন শ্রাদ্ধ পাবার অধিকার কেমন করে?

(৫) কনাগতের চুল কাটা, কাপড় পরিস্কার না করা ইত্যাদি নিষেধ কোন শাস্ত্রে ও কেন আছে? পিতর কি ময়লা ও নোংরাকে পছন্দ করে?

(৬) যখন জীব নিজ কর্মানুসার ফল পায়, তখন শ্রাদ্ধের ফল কেন?

(৭) একথার কি প্রমাণ যে যার শ্রাদ্ধ করা হয় সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করেনি?

(৮) শ্রাদ্ধে যে-যে পদার্থ দেওয়া হয় সেইসব পদার্থ ওই যোনির

যার জীবাত্মা পায় যদি তার অনুকূল না হয় তাহলে তাদের জন্য (পিতরের) পুত্রের শ্রাদ্ধ করা ব্যর্থ কেন হবে না? এইরকম হলে তারা ক্ষুধায় মারা যাবে।

(৯) শ্রাদ্ধের অধিকার কি-কি জাতির আছে? অন্যদের কেন নেই?

(১০) যে-যে জাতির শ্রাদ্ধে অধিকার নেই, তাদের পিতর তো তাহলে ক্ষুধায় মারা যাবে অথবা অন্যের মাল ছিনিয়ে নিয়ে অবশ্যই খায়। তখন সেখানকার শান্ত ব্যবস্থা কে করে? মৃত্যুর পর পণ্ডিতের দিয়ে তৈরী উঁচু-নীচু ভেদভাব সেখানেও কায়ম আছে, এর প্রমাণ কি?

(১১) বর্ষা ঋতুতে যখন নদী-নাল, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি সর্বত্রই জলে পরিপূর্ণ থাকে, আকাশে মেঘ জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আকাশে মেঘ জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন জলদান করা প্রয়োজন কি? গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে, জৈষ্ঠ ও বৈশাখ মাসেই জলদান কেন করা হয় না, তখন কি জলের কঠিন দরকার হয়?

(১২) মৃত্যুর পরে নিখোঁজ জীবাত্মার কাছে শ্রাদ্ধের দ্রব্যসামগ্রী যে পণ্ডিত পৌঁছায় তার প্রমাণ কি? এবং কিভাবে পৌঁছায়, কারণ জীবের কোন চিঠি. ঠিকানা ও টেলিগ্রাম পণ্ডিতের কাছে নেই, যেখানে জীবের সমস্ত কিছু বর্ণিত আছে।

এইরকম অনেক প্রশ্ন পাঠক নিজেই চিন্তন করতে পারবেন, এখানে কিছু প্রশ্ন নমুনা হিসেবে দেওয়া হল।

আর্য সমাজের দশ নিয়ম

(১) সব সত্যবিদ্যা এবং যে পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় যে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

(২) ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, সর্বশক্তিমান ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয় নিত্য পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা। তাঁহারই উপাসনা করা যোগ্য।

(৩) বেদ সব সত্য বিদ্যার পুস্তক। বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্যের পরম ধর্ম।

(৪) সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকা উচিৎ।

(৫) সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিৎ।

(৬) সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।

(৭) সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিৎ।

(৮) অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিৎ।

(৯) প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ নয়, কিন্তু সবার উন্নতিতে নিজ উন্নতি বোঝা উচিৎ।

(১০) সব মানুষের সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র থাকা উচিত এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাই স্বতন্ত্র থাকিবে।